দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 11 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ......

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গতকাল (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা

মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের অবদান অনন্য

সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী

❑ স্টাফ রিপোর্টার : মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের অবদান অনন্য ও অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতার ৪০ বছরে মাদরাসা শিক্ষার জন্য যা করা হয়নি, এ সরকারের ৩ বছরে তা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা বিশেষভাবে গৌরবদীপ্ত। 'মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা একথা বলেন।

সেমিনারে বক্তারা দেশের বঞ্চিত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন প্রদান, এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের দাবি জানান। একই সাথে তারা অনার্স কোর্সের পাঠদানে জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ ও মাদরাসাগুলো ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। আগামী বাজেটের আগে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করে বক্তারা। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনে উদ্যোগে আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক আলহাজ্ব এএমএম বাহাউদ্দীন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব ড. এম আলাউদ্দীন, ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল ড. মাহবুবুর রহমান। সেমিনারে

বাজেটের আগেই স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী শিক্ষকদের বেতন ও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন চাই
—এএমএম বাহাউদ্দীন

পৃঃ২ কঃ৪

মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব প্রিন্সিপাল শাব্বীর আহমদ মোমতাজী। সেমিনারে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন আলহাজ্ব মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান। এ সময় দেশের ৩১টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালুকৃত প্রিন্সিপালগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি শিক্ষামন্ত্রীকে পবিত্র কোরআন, হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের তথ্যসমৃদ্ধ বাংলা তরজমাসহ একটি ল্যাপটপ উপহার প্রদান করেন।

সেমিনারের প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বর্তমান সরকার মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেছে। এর আগে কোন সরকার মাদরাসা শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে এতো ব্যাপক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেনি। সরকার যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো দেশে ৩১টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু করা। গত বছর অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। এ বছর অনার্স কোর্সের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদরাসার শিক্ষার্থীরা বিপুল আগ্রহ নিয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তি হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০১০ সালে ২৯০টি মাদরাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ৩৫ হাজার মাদরাসা শিক্ষকদের টাইমস্কেল দেয়া হয়েছে এবং দেশে ৩ হাজার ২৩৯ জন শিক্ষক মাদরাসায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের চলতি আর্থিক বছরে ১ হাজার ৪৯৬ কোটি টাকার বেতন দেয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকার মাদরাসা শিক্ষায় এমন গুণগত পরিবর্তন আনতে চায় যাতে মাদরাসা শিক্ষার ছাত্রছাত্রীরা দেশের খ্যাতনামা আলেম-ওলামা হবেন, বিশ্ব মুসলিম দরবারে নেতৃত্ব দিবেন। তারা সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিতদের মতো ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সাথে সাথে উচ্চপদে সরকারি-বেসরকারি চাকরি লাভেও সমর্থ হবেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমাজের অগ্রসারিতে অবস্থান করতে পারবেন। এ লক্ষ্যে আমরা মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলামে যুগোপযোগী পরিবর্তন এনেছি। ধর্মীয় বিষয়গুলোর মান ও উৎকর্ষতা অক্ষুণ্ণ রেখে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি কম্পিউটারসহ বিভিন্ন বৈষয়িক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ইসলামী শিক্ষায় উচ্চতর জ্ঞান ও গবেষণা কাজ চালানোর লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মতো আমরা ৩১টি মাদরাসায় ৫টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করেছি। অনার্স কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশে একটি এফিলিয়েটিং আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে কওমী মাদরাসা শিক্ষা ধারার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম-ওলামা সমন্বয়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক আলহাজ্ব এএমএম বাহাউদ্দীন আগামী বাজেটের আগেই স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন প্রদান ও এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবি জানান। ৩১টি অনার্স মাদরাসায় জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বানও জানান তিনি। মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালুর পদক্ষেপকে যুগান্তকারী উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি দেশে-বিদেশে সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু এখনও অনার্স কোর্স পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। তিনি জরুরি ভিত্তিতে অনার্স কোর্স পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানান। একই সাথে নতুন শিক্ষক নিয়োগের আগে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তাদেরকে প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) প্রদানেরও দাবি করেন। মাদরাসা শিক্ষকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধির যৌক্তিকতাও তুলে ধরেন তিনি।

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি দেশের মাদরাসাগুলোর দুর্বল ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, চিন্তার জগতে ও নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের ভূমিকা সর্বাধিক। দেশের পীর-মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম মাদরাসা শিক্ষকদের একটি প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করে অরাজনৈতিকভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এই সংগঠন।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ সফলের কাজে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সর্বাত্মক সহযোগিতা করে চলছে।

মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ বলেন, এ সরকার আমলেই মাদরাসা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। দাখিল, আলিম ও ফাজিল মাদরাসা প্রধানদের বেতন বৈষম্য দূর করা হয়েছে। দেশের ৩১টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু করা ও পরীক্ষা নেয়াসহ ৩৫টি মাদরাসাকে মডেল মাদরাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও বিগত সরকারের আমলে স্থগিত করা শিক্ষক/কর্মচারীদের টাইমস্কেল চালু করা হয়েছে। এ সরকারের আগে কোনো সরকার মাদরাসার শিক্ষার মানোন্নয়নে এতকিছু করেনি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে প্রিন্সিপাল শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির ২০১০-এর আলোকে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বেশ কিছু ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে দেশের ৩১টি মাদরাসায় ৫টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা। এছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে পহেলা জানুয়ারি উৎসবমুখর পরিবেশে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়া, মাদরাসা শিক্ষায় শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত শিথিল করা, দাখিল, আলিম ও ফাজিল মাদরাসা প্রধানদের বেতন বৈষম্য দূর করা, ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীতে সমাপনী এবং দাখিল ৮ম শ্রেণীতে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, সাধারণ শিক্ষার ন্যায় ৮ম শ্রেণীর জেডিসি পরীক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের সরকারিভাবে বৃত্তি প্রদান করা, দেশের ৩৫টি মাদরাসাকে মডেল মাদরাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, ১ হাজার মাদরাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা, বিগত সরকারের আমলে শিক্ষক/কর্মচারীদের স্থগিত টাইমস্কেল চালু করা, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষকদের ন্যায় মাদরাসা শিক্ষা ধারায় শিক্ষকদের জন্য বিএমএড এবং এমএড প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রবর্তন করা, দাখিল ও আলিম মাদরাসায় একজন করে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদ অন্তর্ভুক্তকরণ, সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রমের ন্যায় মাদরাসা শিক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা করা এবং সৃজনশীলের উপর বিপুলসংখ্যক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মাদরাসা শিক্ষাধারায় ধর্মীয় ও আরবী বিষয়ের শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করে প্রণয়নের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে মাদরাসা শিক্ষাকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি দলকে ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর ও পশ্চিম বঙ্গের [illegible] শিক্ষা ব্যবস্থা সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণ শিক্ষার সাথে মিল রেখে দুই বছর মেয়াদি ফাজিল শ্রেণীতে ৩ বছর মেয়াদি শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে।

শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বলেন, বর্তমান সরকারের আরো একটি সাফল্য হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ তৈরি করা। এ শিক্ষানীতিতে মাদরাসা শিক্ষা অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে- 'মাদরাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী অনুধাবনের পাশাপাশি জ্ঞানেও পর্যাপ্ত বৈষয়িক লাভ করতে পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয় ও তার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হবে। মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে তা দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নেরও তিনি দাবি জানান।